শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল

সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ই-মেইল : info@sfmmkpjsh.com

Care For Life

কেপিজে বুলেটিন

আগস্ট ২০২২

শুভ উদ্বোধন
আর্থোস্কপি

Inauguration ceremony of Arthroscopy Services in OT

উপদেষ্টা মন্ডলী

মোহাম্মদ তৌফিক বিন ইসমাইল- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ডাঃ রাজীব হাসান- পরিচালক, মেডিকেল সার্ভিস

নুর আদিলা বিনতি শুইব- প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

রুজিতা মোহাম্মদ দান- প্রধান নার্সিং কর্মকর্তা

মুখ্য সম্পাদক

ডাঃ চৌধুরী মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ
স্পেশালিষ্ট-গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
চেয়ারপার্সন
সিএমই কমিটি ২০২২-২৩

সহ সম্পাদক

ডাঃ সৈয়দা সানজিদ আরা নূপুর
কনসালটেন্ট, গাইনী এবং অবসটেট্রিক্স

সদস্য

ডাঃ মোদাস্‌সির হোসাইন শাফী

এনামুল হক দেওয়ান

বিকাশ চন্দ্র ঘোষ

জাতীয় শোক দিবস এবং আমাদের ভাবনা

ডাঃ সৈয়দা সানজিদ আরা নূপুর

কনসালটেন্ট-

প্রসূতি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্বরোগ বিশেষজ্ঞ ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫-এ আমরা হারাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যদের!

জাতির ইতিহাসের কলঙ্কিত এই অধ্যায়ের দরুন আমরা পিছিয়ে পড়ি কয়েক দশক!

যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশ পুনর্গঠনে, জাতির পিতা যে রূপরেখা অনুযায়ীদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার করুণ এক পরিসমাপ্তি ঘটে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায়। ভয়াবহ এই বর্বরতা আজও আমাদের এই বাঙালি হৃদয়ে হাহাকারের প্রতিধ্বনি জাগ্রত করে। কেননা যুদ্ধবিধ্বস্ত একটিদেশে, অল্প সুযোগ-সুবিধা ও স্বল্প সম্পদ দিয়েই বঙ্গবন্ধু কিছু অসাধ্য সাধন করেছেন যার প্রভাব চিকিৎসা খাতে সুস্পষ্ট।

বঙ্গবন্ধুর হাতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। চিকিৎসাকে সংবিধানের মূল অধিকারের অংশ হিসেবে সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দান, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠন সহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি।

দেশের স্বাস্থ্য খাতে গবেষণার জন্য তৎকালীন আইপিজি এম অ্যান্ড আর কে (বর্তমানে শাহবাগের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৩০০ থেকে ৫০০তে উন্নীত করেন। বঙ্গবন্ধু তৎকালীন অর্থনৈতিক দুরবস্থার মাঝে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গবন্ধুর এই অসাধ্য সাধনের যাত্রায়, যে মানুষটি তাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছেন, সকল পরিস্থিতিতে পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছেন, সেই নেপথ্যের কারিগর হলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব।

বঙ্গবন্ধুর যেই স্বপ্ন দেখে ছিলেন, সেটি আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে। যোগ্য পিতার যোগ্য উত্তরসূরি রূপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একের পর এক অসাধ্য সাধন করেছেন।

তিনি দেশে বিশ্বমানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। চিকিৎসা সেবা মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। তারই একটি মডেল শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং বেগম মুজিবের অনুপ্রেরণা নিয়ে পরিচালিত আমাদের এই হাসপাতাল মানুষের মনে বিশেষ এক জায়গার সাথে অপার আস্থার প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র সাভার বা আশুলিয়া নয়, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাংগাইল সহ উত্তরবঙ্গ থেকে আগত মানুষের ভরসার জায়গায় পরিণত হয়েছে এই হাসপাতাল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেওয়া বাস্তব ভিত্তিক ও ব্যাপক কার্যক্রমের সাথে তালমিলিয়ে আমরা যে ভাবে উন্নত সেবা কে মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দিতে পেরেছি তেমনি পুরোদেশই ১৫ই আগস্টের এই শোক কে শক্তিতে পরিণত করে এবং জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

জরুরী বিভাগে ২৪ ঘন্টা তাৎক্ষনিক সেবায় বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ডাঃ রাজীব হাসান

মেডিকেল ডিরেক্টর ও কনসালটেন্ট

জেনারেল এন্ড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারী

সকাল সাড়ে ১০টা। হঠাৎ বেজে উঠল ইমারজেন্সি ডিপার্টমেন্টের কলিংবেল। স্টাফ নার্স শায়লা স্টেশনে প্রস্তুতই ছিল। হাক ছেঁড়ে ডাকল সঙ্গীদের "ইনকামিং" মানে নতুন রোগী আসছে। রেড জোনে ইসিজি মেশিনটি গুছিয়ে রাখছিল স্টাফ নার্স আলী। রেড জোনে একটু আগে আসা হার্ট অ্যাটাকের রোগীর লোডিং ডোজটি মাত্র শেষ করেছে ডাঃ তমাল। শায়লার ডাক শুনে সকলে জরুরী বিভাগের দরজা খুলে দৌড়ে গেল জরুরী রোগী নামাবার স্থানে। নিরাপত্তা কর্মী বাইরে রাখা বেলবাটনে প্রেস করেই দ্রুত চলে এসেছেন রোগী বহনকারী ভ্যানটির কাছে।

৭/৮ বছরের একটি ছেলে। বাবার কোলে। বাবা প্রলাপ বকে চলেছেন "ডাক্তার সাব আমার বাচ্চারে সিএনজি মাইরা দিছে, "ওরে বাঁচান"। ডাঃ তমাল একটি হাত পালসে রেখেই ট্রমা কোড বাজাতে বললেন। শায়লা পালস অক্সিমিটার জুড়ে দিয়ে আলীর ঠেলে আনা ট্রলির উপর তিন জন মিলে বাচ্চাটিকে পরম যত্নে শুইয়ে দিল। আলী ট্রলির সাথে থাকা অক্সিজেনের কানেকশন জুড়ে দিল। দ্রুততার সাথে ট্রলিটি ঠেলে নিয়ে এল রেড জোনে। ১ মিনিট ও যায় নি। কোড শুনে এর মধ্যেই হাজির হয়ে গেছেন অ্যানেস্থেটিস্ট, জেনারেল সার্জন, অর্থপেডিক সার্জন, আইসিইউ মেডিকেল অফিসার এবং আরো অনেকে। শুরু হল যমে আর ডাক্তারের লড়াই। ছোট্ট বাচ্চাটির গায়ে প্রচন্ড ধাক্কা লেগেছে। এক পাশের ফুসফুস ফেটে গেছে । পেটের উপর ও দেখা যাচ্ছে ধাক্কার দাগ।

হাসপাতালের জরুরী বিভাগটি খুব যত্ন করে সাজানো হয়েছে যাতে রোগীকে আইসিউ এর সমমানের সাপোর্ট দেয়া যায়। মুহূর্তেই এক্স-রে তে ধরা পড়ল ফুসফুসের বাতাস বেরিয়ে প্লুরাল ক্যাভিটিতে জমা হওয়া। জরুরী বিভাগে রাখা আলট্রাসাউন্ড মেশিনে দেখা গেল পেটের ভিতরে জমে থাকা রক্ত। ইতি মধ্যে, ট্রমা টিম ক্যানুলা দিয়ে স্যালাইন শুরু করেছে, ব্লাড ব্যাংক চলে এসেছে রক্ত নিয়ে, প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা চলে গেছে ল্যাবে। বাচ্চাটি শক থেকে উঠে এসেছে।

হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগটি জরুরী বিভাগের সাথেই। দ্রুততার সাথে চিকিৎসকরা নিয়ে গেল সিটিস্ক্যানে। এই সিটিস্ক্যান মেশিনটি এবং এর সফটওয়ারটি বাংলাদেশের সেরা। অতি ছোট রোগও ধরা পড়ে যায়। আছে এনজিওগ্রাম করার সক্ষমতা। সিটিস্ক্যানে ধরা পড়ল বাচ্চাটির লিভার ফেটে গেছে। সাথে সাথেই অপারেশন থিয়েটার রেডি করার নির্দেশ দেয়া হল।

অ্যানেস্থেটিস্টরা ব্যবহার করেন বিশ্বের সর্বাধুনিক অ্যানেস্থেসিয়া মেশিন। অজ্ঞানের জন্য যেই গ্যাসটি ব্যবহার করা হয় তা অদ্যবধি সবচেয়ে নিরাপদ। সার্জনরা অপারেশন করে বাচ্চাটির লিভারটি জুড়ে দিলেন। ৩ দিন আইসিইউ-তে থাকার পর রোগীকে ওয়ার্ডে পাঠানো হল। বাবা-মার কোলে ফিরাতে পেরে হাসপাতালের সকলে ভীষণ আনন্দিত হয়ে বাচ্চাটিকে নিয়ে উদ্‌যাপন করলেন।

প্রতিদিন এভাবেই শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল তার সুপরিসর অত্যাধুনিক জরুরী বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সমন্বয়ে বহু রোগীর জীবন রক্ষা করে যাচ্ছে।

অপরিণত এবং অতি কম ওজনের বাচ্চার সুচিকিৎসা এবং মায়ের কোলে ফিরে যাওয়া

ডাঃ রোখসানা হক

এমবিবিএস, ডিসিএইচ (ডিএমসি)

কনসালটেন্ট- নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ

নবজাতকের চিকিৎসায় শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালের সফলতা।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালে জন্ম নেয় ২৮ সপ্তাহের দুজন যমজ শিশু যাদের ওজন ছিল ১৪৪০ গ্রাম ১১১০ গ্রাম। জন্মের পরই তাদের প্রয়োজন হয় বিশেষ

এন.আই.সি.ইউ (নবজাতক আইসিইউ) সেবা যেমনঃ সি. প্যাপ ও ভেন্টিলেটর মেশিন, জরুরী রক্ত পরীক্ষা, ইকোকার্ডিওগ্রাম, আল্ট্রাসোনোগ্রাম, পোর্টেবল এক্স-রে, জীবন রক্ষা কারী ঔষধ এবং সার্বক্ষনিক দক্ষ নার্সিং সেবা। যেহেতু শিশু দুটি অপরিনত ও অতিকম ওজনের ছিল, তাই সরাসরি মাতৃদুগ্ধ পান করার সক্ষমতাও তাদের ছিল না, প্রয়োজন হয় টিউব ফিডিং। অত:পর সফলতার সাথে শিশু দুজনের চিকিৎসা সম্পন্ন হয় ও কোন রকম জটিলতা ছাড়াই তারা মায়ের কোলে ফিরে যায়।

এভাবেই শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এন.আই.সি.ইউ. তে অপরিণত শিশুদের সব ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সফলতার গল্প

ডাঃ জি. এম. হাসান ফিরোজ

এমবিবিএস, ডি- অর্থো, এমএস (অর্থো)

কনসালটেন্ট- অর্থোপেডিক এন্ড ট্রমাসার্জারি

আসসালামুআলাইকুম,

প্রিয়পাঠক

আজকে আমি এমন একজনের কথা আপনাদের জানাতে চাই, যিনি শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এর সমন্বিত সেবার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন।

জনাব আমির হোসেন (ছদ্মনাম), বয়স ৫০ এর কোঠায়, বেশ কিছু দিন যাবত কোমর ব্যথায় ভুগছিলেন। একদিন সকাল বেলায় ঘুম ভেঙ্গে যায় মাজার ব্যথায় এবং কোন ভাবেই তিনি প্রস্রাব করতে পারছিলেন না।

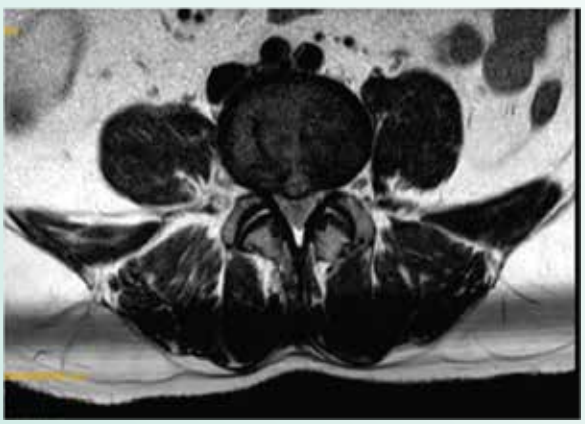

প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে আসেন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, উনি Cauda Equina Syndrome (CES) রোগে আক্রান্ত।

এই রোগে প্রস্রাব এবং পায়খানা নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ু কর্মক্ষমতা হারায়।

দ্রুত অপারেশনের মাধ্যমে স্নায়ুর চাপ মুক্ত করা হলো এবং ১দিন পর থেকে সব কিছু স্বাভাবিক হওয়া শুরু করলো।

একজন শল্য চিকিৎসক হিসেবে আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে আমি দ্রুত এই সেবা দিতে পেরেছি এবং হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট এর জন্য দুয়া রইল যেন আরও বেশি মানুষের সেবা করার সুযোগ তারা পান।

আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ডাঃ রাকিবুল (Consultant -Orthopaedics) এবং ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান (Consultant, Anaesthesia) এঁর প্রতি। যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই টিম ওয়ার্ক সফল হয়েছে।

একটা কথা না বললেই নয়, এখানে ন্যায্য মূল্যে দ্রুত, উন্নত আন্তরিক সেবা দক্ষতার সাথে সমন্বয় করা হয়।

বয়স্কদের জন্য নিয়মিত ভ্যাক্সিন এর সেবা - সময়ের দাবী

ডাঃ মোঃ মাকসুদুল ইসলাম মজুমদার

এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন)

স্পেশালিষ্ট-মেডিসিন এন্ড ইন্টারনাল মেডিসিন

বয়স্কদের জন্য নিয়মিত ভ্যাক্সিন এর সেবা-সময়ের দাবী। এডওয়ার্ড জেনার এর স্মলপক্স এর টিকা প্রচলন চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটা মাইলফলক হিসেবে পরিচিত। চলমান কোভিড পরিস্থিতি বহুদিন পর পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে স্মরন করিয়ে দিয়েছে যে সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসায় টিকাদানই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

১৯৭৪ সালে বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রতিরোধ্য ছয়টি সংক্রামক ব্যাধি (যক্ষা, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস, মিজেলস বা হামরোগ) এর টিকাদান কর্মসূচি হাতে নেয়। বাংলাদেশে ইপিআই এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৯ সালে। বর্তমানে পূর্বের ছয়টি সংক্রামক ব্যাধি ছাড়াও হেপাটাইটিস-বি, হিমো ফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া এ তিনটি জীবানুর টিকা দান কার্যক্রম যুক্ত হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধির সাথে যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে অনেক নতুন ভ্যাক্সিন যুক্ত হয়েছে। শিশু কালে প্রাপ্ত টিকার কার্যকারিতা সময়ের সাথে কমে যায়। তাই বয়স্কদের টিকা হালনাগাদ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির টিকা নিয়মিত ভাবে গ্রহন করা প্রয়োজন।

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইপিআই কার্যক্রমের পাশা পাশি বাংলাদেশেও বেসরকারি পর্যায়ে বয়স্কের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টিকাদান এর সেবা প্রচলিত হয়েছে। টিকার আওতায় এসেছে হেপাটাইটিস-এ, মেনিনগোকক্কাস, টাইফয়েড, রোটা ভাইরাস, জলাতংক, ইয়েলো ফিভার, ইনফ্লুয়েঞ্জা, চিকেন পক্স, কলেরা, বয়স্কদের নিউমোনিয়া এবং জরায়ুর ক্যান্সার (HPV) এর মত ভয়ংকর কিন্তু প্রতিরোধ যোগ্য অসুখ।

শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালে বয়স্কদের জন্য টিকাদানের সুব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই আছে এবং জনগন এ সেবা গ্রহন করে যাচ্ছেন নিয়মিত। এ সেবাকে আরো শক্তিশালী ভাবে পরিচালনা করার পর্যালোচনা বিদ্যমান যাতে জনগন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ইপিআই টিকার পাশাপাশি বয়স্কদের অন্যান্য টিকাও গ্রহন করে যেতে পারেন।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল
কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল

সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ই-মেইল : info@sfmmkpjsh.com

KPJ HEALTHCARE
Care For Life

গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ০২-৪৪০৭৭০৩০-৩১ ফোন: (+৮৮) ০১৮১০-০০৮০৮০